# الشيطان

## শয়তান- ৮

**পবিত্র কোরআনে ইব্‌লীস /শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেছেন?**

**আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।**

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ ইব্‌লীস/শয়তান

" শয়তান" শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৮৮ বার এবং "ইব্‌লীস" শব্দটি ১১ বার উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে শয়তান সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১) আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের (মু'মিনদের) সামান্যতম ক্ষতি করতে পারবে না । মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মুজাদালা

সুরা ৫৮ মুজাদালা, আয়াতঃ ১০

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ
شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ যা মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে করা হয়; তবে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি করতে পারবে না । মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

২) সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

সুরা ৫৮ মুজাদালা, আয়াতঃ ১৯

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ
الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٩﴾

শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভূলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

৩) তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত- যে মানুষকে বলেঃ কুফরী কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা হাশর

সুরা ৫৯ হাশর, আয়াতঃ ১৬

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ
بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত- যে মানুষকে বলেঃ কুফরী কর। অতঃপর সে যখন কুফরী করে তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

৪) তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নামের আযাব।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মুল্‌ক

সুরা ৬৭ মুল্‌ক, আয়াতঃ ৫

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا

لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা(তারকারাজি) দ্বারা এবং ওগুলোকে শয়তানদেরকে প্রহার করার উপকরণ করেছি এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নামের আযাব।

৫) যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলেঃ আমরা ঈমান এনেছি এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে নির্জনে মিলিত হয়, তখন বলেঃ আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বাকারা

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ১৪

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى
شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾

এবং যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলেঃ আমরা ঈমান এনেছি এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে নির্জনে মিলিত হয়, তখন বলেঃ আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকি।

৬) তারা বিদ্রোহী শয়তানকে ব্যতীত আহ্বান করে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নিসা

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১১৭

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾

তারা তাকে পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে নারী প্রতিমাপুঞ্জকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শয়তানকে ব্যতীত আহ্বান করে না।

৭) তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলোকে বর্জন করে চলবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন'আম

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ ১১২

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ
بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا
فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি, তাদের কতক শয়তান মানুষের মধ্যে এবং কতক শয়তান জ্বীনদের হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর ও চাকচিক্য কথা দ্বারা প্রোরোচিত করে থাকে। কারণ যেনো তারা ধোকায় পতিত হয়। তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা হলে তারা এমন কাজ করতে পারতো না, সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলোকে বর্জন করে চলবে।

৮) প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমি ওকে রক্ষা করে থাকি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হিজর

সুরা ১৫ আল হিজর, আয়াতঃ ১৭

وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾

প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমি ওকে রক্ষা করে থাকি।

৯) ) মানুষের কতক অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাজ্জ

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ ৩

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيۡطٰنٍ مَّرِيۡدٍ ۙ﴿۳﴾

মানুষের কতক অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।

১০) এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী  শয়তান হতে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সাফফাত

সুরা ৩৭ সাফফাত, আয়াতঃ ৭

وَ حِفۡظًا مِّنۡ كُلِّ شَيۡطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾

এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী  শয়তান হতে।

১১) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্যে নিয়োজিত করি এক শয়তান।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা যুখরুফ

সুরা ৪৩ যুখরুফ, আয়াতঃ ৩৬

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্যে নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর।

১২) এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে।(অর্থাত কুরআন)।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা তাকবীর

সুরা ৮১ তাকবীর, আয়াতঃ ২৫

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾

এবং ইহা অভশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে(অর্থাৎ কুরআন)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের সব সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেখানো পথ অনুসরণ করে চলা উচিত। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চললে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে কারণ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।

সুতরাং আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত, আর আমাদেরকে সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথ অনুসরণ করে চললে আমরা  এই দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে শান্তিতে থাকতে পারবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শয়তানের দেখানো পথ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন।

**আমীন।**

**আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।**